The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

ফারসি ভাষার ধ্বনি ও বর্ণের প্রতিসাম্যতা অন্বেষণ : একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ

মেহেদী হাসান*

Abstract: Persian is a significant language of the Indo-European language group. It is spoken throughout Iran as Farsi, Tajikistan as Tajik and over large areas of Afghanistan as Dari. It was the '*lingua franca'* in the early modern period for the elite in the Indian subcontinent. Persian is an Aryan language but its alphabet is Semitic. Persian letters are written using a modified version of the Arabic alphabet with four extra Persian letters to represent sounds which do not exist in Arabic. The disparity between the phonemes and letters of the Persian language is noticeable. Persian alphabet has 32 letters but we observed that, twenty-four consonant phonemes are existed in there. Besides, the language has between six and eight vowel phonemes representing just three letters. So a difference between writing and pronunciation can always be noticed. For this reason, the symmetry of phoneme**s** and letters of the Persian alphabet has come up in this discussion and there are many opportunities to work on it in the future.

চাবি শব্দ: ধ্বনি, বর্ণ, বর্ণমালা, উচ্চারণ, ভাষা, ফারসি, বাংলা।

১. ভূমিকা

পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রত্যেকটি ভাষাই কোনো না কোনো প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীর কোনো একটি ভাষাশাখার বিবর্তিত রূপ। বর্তমানে বিশ্বে যে কয়েকটি ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী। ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। এ ভাষার ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো। এটি এমন একটি প্রাচীন ভাষার উত্তারাধিকার, যেটির সমসাময়িক অনেক ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এটি বিশ্বের তিনটি দেশ- ইরান, আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানে যথাক্রমে 'ফারসি', 'দারি' এবং 'তাজিক' নামে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এটি ছয়শতাধিক বছরব্যাপী (১২০৩-১৮৩৭ খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশের 'রাজভাষা' তথা দাপ্তরিক ভাষা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত ছিল (বিল্লাহ, ২০১১)। এছাড়া ফারসি ভাষাভাষী

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনগোষ্ঠী পৃথিবীর শতাধিক দেশে বসবাসও করছে। কেবল একটি বিশাল ও সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং এর সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণেই নয়, উন্নত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে বিশ্বের বিখ্যাত এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফারসি ভাষার চর্চা এবং গবেষণা বিদ্যমান। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবীয় মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান বিজয়ের পর সেখানে পূর্বতন রাজভাষা 'পাহলভি'র চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং সাধারণ জনগণের ভাষা হিসেবে 'ফারসি' চর্চা শুরু হয়। তবে এক্ষেত্রে ফারসি ভাষীগণ পাহলভি বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করেন। এমনকি তাঁদের যেসব ধ্বনির উচ্চারণ আরবি বর্ণমালায় নেই, আরবি কয়েকটি বর্ণকে ব্যবহার করে সেসব ধ্বনির বর্ণও তাঁরা নির্মাণ করে নেয়। এ কারণে আরবি বর্ণের সংখ্যা ২৯টি হলেও ফারসি বর্ণের সংখ্যা আমরা ৩২টি দেখতে পাই। তবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে, ফারসি বর্ণমালায় যতগুলো বর্ণ রয়েছে, ততগুলো ধ্বনি সে ভাষায় নেই। এ অসমতা কেবল এর ব্যঞ্জনবর্ণ ও ধ্বনিতেই নয়, স্বরচিহ্ন এবং স্বরধ্বনিতেও বিদ্যমান। এমনকি ফারসিতে এমন কিছু ধ্বনি ব্যবহৃত হয়, ফারসি বর্ণমালায় যা বিদ্যমান নেই। আবার কোনো কোনো বর্ণ অনেক সময় বানানে ব্যবহৃত হলেও উচ্চারণে তার ধ্বনি ব্যবহৃত হয় না। ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা এ বিষয়গুলো আলোচনার অবকাশ পাব। প্রাসঙ্গিকভাবে এ আলোচনায় আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকের[১] সাহায্য নেয়া হয়েছে।

২. ফারসি ভাষা চর্চা: তাত্ত্বিক বিবেচনা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পারস্য থেকে আর্যদের আগমনের ফলে প্রথমে অনার্যদের সাথে সংঘাত ও পরবর্তীকালে উভয় জাতির সহাবস্থানের মাধ্যমে প্রাচীন ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষদের এবং উদ্ভব ঘটে 'হিন্দ্-আর্য' জাতির; বাংলা অঞ্চলও সে অভিজ্ঞতা থেকে মুক্ত ছিল না। এ মহামিলনের ফলে কালের আবর্তনে এ জনপদে যে বাংলাভাষা জন্মলাভ করে, তা ছিল মূলত ভারতীয় 'হিন্দ্-আর্য' গোষ্ঠীর ভাষারই বংশধর (হালদার, ১৪০৪)।

এরপর প্রথম দফায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার কর্তৃক হাখামানশি রাজবংশ (আবুল কাসেমি, ১৩৭৮) এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আরব মুসলমানগণ কর্তৃক 'সাসানি রাজবংশের পতনের পর নানা স্তরের বিপুল সংখ্যক ইরানি

১. আমরা যা উচ্চারণ করি, প্রচলিত বর্ণমালায় সেই উচ্চারণ নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রায়শই সম্ভব হয় না। ধ্বনি ও বর্ণের এ সীমাবদ্ধতা নিরসনে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা 'বিশ্বের সব মানবীয় ভাষার ধ্বনিসমূহ বর্ণীকরণের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন। এ বর্ণমালাই আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা *International Phonetic Alphabet*, সংক্ষেপে IPA (বাংলায় আ.ধ্ব.ব.) হিসেবে পরিচিত। এ বর্ণমালার সাহায্যে বাগধ্বনির ক্ষুদ্রতম উপাদান পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা যায়' (আলী, ২০০১ : ১০৬)। প্রাথমিকভাবে ল্যাটিন বর্ণমালাকে ভিত্তি করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮৮ খ্রি.) International Phonetic Association এটির উদ্ভাবন ঘটায়।

ভারতবর্ষে পাড়ি জমায়' (খান, ২০১৭: ২৪)। এছাড়া বহুকাল পূর্ব থেকে ইরানের সাথে পারস্পরিক বণিজ্যিক, কূটনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকার মতো বঙ্গীয় অঞ্চলের জনগণেরও মধ্যযুগীয় ফারসি ও পাহলভি ভাষার সাথে কম-বেশি পরিচয় ছিলো। কারণ, মুসলমান শাসনের আওতায় আসার বহু পূর্ব থেকেই বাংলা অঞ্চলের সাথে ইরানের ব্যবসা ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো (Billah, 2014)। পরবর্তীকালে ইরানি মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামি অধ্যাত্মবাদ তথা সুফিবাদ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে এ মতবাদের অনুসারী ইরানি সুফি-সাধকগণের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য জনপদের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষত বঙ্গীয় অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে শুরু করে। ফলে এ জনপদের মানুষ ফারসি ভাষার আধুনিক রূপের সাথেও পরিচিত হতে শুরু করে।

১২০৩ (মতান্তরে ১২০১-১২০৪) খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর থেকে সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলা অঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আটশতাধিক বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। সুলতানি আমল থেকে শুরু করে মোগল আমল এমনকি বৃটিশ আমলের ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা 'রাজভাষা' বা সরকারি ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো (বিল্লাহ, ২০১১)। ফলে সরকারি চাকুরি-প্রত্যাশী ও সাহিত্যমোদী ব্যক্তিবর্গ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ সময় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করত। '১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট একটি অধ্যাদেশ (No. XXIX, 1837 AD) জারির মাধ্যমে অফিস-আদালত তথা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ফারসির ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন' (বিল্লাহ, ২০১১: ১৭৪)। ১৮৩৭ পরবর্তী ভারতীয় ব্রিটিশ রাজত্বেও পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ফারসি ভাষার মর্যাদা অনেকটা অটুট ছিল (সাত্তার, ১৯৮৭)। কারণ এ উপমহাদেশের প্রগতিবাদী সুশীল সমাজ মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি এবং হিন্দুদের ধর্মীয় ভাষা সংস্কৃতের বিপরীতে ফারসি ভাষাকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। ব্রিটিশ আমলেই পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) এবং পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শুরু থেকেই সেগুলোতে ফারসি বিভাগ খোলা হলে বাংলা অঞ্চলের আধুনিক উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থায় ফারসি ভাষার চর্চা একটি স্থায়ী আসন লাভ করে; এ ধারাবহিকতা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। তবে ফারসি ভাষার ধ্বনি এবং বর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অসমতা লক্ষণীয়, যে সম্পর্কে আমরা যারা এ ভাষাটি চর্চা করি এবং এটিকে শিখতে কিংবা গবেষণা করতে চাই, তাঁদের অবগত ও সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় নির্ধারণ করে নেয়া গুরুত্বপূর্ণ; সেটি হলো–মানভাষা। আমরা জানি, অঞ্চলভেদে প্রতিটি ভাষারই কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য থাকে। যেমন: ঢাকা কিংবা বরিশাল, নোয়াখালী, সিলেট, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার মধ্যে

অঞ্চলভেদে উচ্চারণে ভিন্নতা রয়েছে। তবে এগুলোর মধ্যে সবগুলোকেই আমরা বাংলার মানভাষা কিংবা সবগুলো উচ্চারণকেই আমরা মান-উচ্চারণ বলে মনে করি না। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জোলার শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর অঞ্চলের শিক্ষিত শিষ্টজনের মুখের ভাষারূপটিকে বাংলার মানভাষা এবং তাঁদের এ উচ্চারণকেই আমরা মান-উচ্চারণ বলে মনে করি এবং প্রমিত বাংলায় বক্তব্যের ক্ষেত্রে আমরা এটিকেই ব্যবহার করে থাকি (চৌধুরী, ১৯৯৬)। ঠিক তেমনিভাবে সারাবিশ্ব যেহেতু ইরানের রাজধানী তেহরানের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত ফারসিকে ফারসির মানভাষা এবং এর উচ্চারণকে মান-উচ্চারণ বলে মনে করে থাকে, সেহেতু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ফারসি ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের ক্ষেত্রে সেটিকেই মান হিসেবে নির্ধারণ করে ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ফারসি ভাষায় বিদ্যমান বর্ণ ও ধ্বনির প্রতিসাম্যতা অন্বেষণে সচেষ্ট হব।

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

ফারসি ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ-বিষয়ক লেখা বাংলা ভাষায় বেশ অপ্রতুল। এ সংক্রান্ত দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটি আনিসুর রহমান স্বপন রচিত *ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থে 'ফার্সী ধ্বনি ও বর্ণ' এবং 'ফার্সী বর্ণ ও ধ্বনি বিশ্লেষণ' শিরোনামীয় দুটি লেখায়, যেখানে এ প্রসঙ্গে বেশকিছু তথ্য-উপাত্ত বিদ্যমান। তবে ধ্বনি ও বর্ণের প্রতিসাম্যতার বিষয়টি সেখানে গুরুত্ব পায়নি; এমনকি ফারসি বর্ণগুলোর ধ্বনিকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকের মাধ্যমে পরিচিত করার প্রচেষ্টাও করা হয়নি। ফলে বাংলার যে বর্ণগুলোর মাধ্যমে সে ধ্বনিগুলোর প্রতিসাম্যতা দেখানো হয়েছে, তার মাধ্যমে ফারসির সবগুলো ধ্বনির সঠিক উচ্চারণকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়টি বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত *প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আবদুস সবুর খান রচিত 'আরবি-ফারসি হরফের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ' শিরোনামীয় নিবন্ধে, যেখানে তিনি কেবল বাংলায় ফারসি ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের চেষ্টা করেছেন। ফলে সেখানেও ফারসির সবগুলো ধ্বনির সঠিক উচ্চারণকে প্রকাশের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। তবে এ গবেষণাকর্মটির জন্য উপর্যুক্ত রচনাদ্বয় থেকেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা

ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। এ ভাষাটি কয়েক শতাব্দী যাবৎ আমাদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। সে সময়টিতে ফারসি ভাষার অনেক শব্দ ও শব্দাংশ আমাদের ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে এটি উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত ও চর্চিত হচ্ছে। সুতরাং এ ভাষাটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন

গবেষণার পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ফারসি ভাষার ধ্বনি এবং বর্ণের মধ্যে অসমতা রয়েছে। কিন্তু ধ্বনি এবং বর্ণের এ ব্যবধান বা সমতা-অসমতার পর্যালোচনার বিষয়টি বাংলায় তেমন পূর্ণাঙ্গভাবে কোনো গবেষণায় ওঠে আসেনি। কাজেই বর্তমান বিষয়টি নিয়ে গবেষণাটির যৌক্তিকতা রয়েছে।

৫. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটিতে মূলত বর্ণনাকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কারণ এটি দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। অতএব, এ গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক।

৫.১ তথ্য-সংগ্রহের উৎস: এ গবেষণাটি যেহেতু বর্ণনামূলক, সেহেতু এটা সম্পন্ন হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংগ্রহ করে। ফারসি ভাষার ধ্বনি ও বর্ণসংক্রান্ত যেসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও লেখা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে, সেখান থেকে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. ফারসি ভাষার ধ্বনি ও বর্ণের প্রতিসাম্যতা পর্যালোচনা

আরবি বর্ণমালাকে আত্তীকৃত ফারসি বর্ণমালার বর্ণসংখ্যা ৩২ (বত্রিশ) টি। আরবিতে বিদ্যমান ঊনত্রিশটি বর্ণের সথে নিজস্ব চারটি স্বতন্ত্র ধ্বনির (p, t͡ʃ, ʒ, g) জন্য আরবি বর্ণমালারই চারটি বর্ণ (ک، ز، ج، ب) দ্বারা নির্মিত চারটি অতিরিক্ত বর্ণসহযোগে (گ، ژ، چ، پ) ফারসির এ বর্ণমালাটি গঠিত হয়েছে। 'ফার্সী ধ্বনি বা বর্ণমালার মধ্যে پ، چ، ژ، گ এ চারটি খাঁটি ফার্সী ধ্বনি বা বর্ণ। এছাড়া ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، غ এ ৮টি বর্ণ বা ধ্বনি হলো খাঁটি আরবী।[২] বাকী ২০টি ধ্বনি আরবী ফার্সী উভয় ভাষাতেই রয়েছে' (স্বপন, ১৯৯০: ১৫)। এ পর্যায়ে আমরা বাংলায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকের মাধ্যমে ফারসি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব।

৬.১ ফারসি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ধ্বনি: ফারসি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিবরণ নিম্নরূপ–

"ا": 'আলেফ'–ফারসি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ যা 'আ' ধ্বনিবিশিষ্ট' (শাহেদী, ২০১৮: ৩৩)। এটির অন্য একটি রূপ হচ্ছে "ء" বা "হামযে"। আলেফ ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালী। 'এটি ঘোষ, সংবৃত্ত, অসংবৃত্ত, সম্মুখ ও পশ্চাত্তালু, কেন্দ্রীয়, নিম্নমধ্য, বিবৃত, হ্রস্য ও দীর্ঘ

২. ফারসি ভাষায় অসংখ্য আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটায় উক্ত আটটি খাঁটি আরবি বর্ণকেও ফারসি বর্ণমালায় স্থান দিতে হয়েছে। সুতরাং, ফারসিতে ব্যবহৃত যেসব শব্দে ওই আটটি বর্ণের যে কোনোটির উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে, বুঝতে হবে সেগুলো মূলত আরবি শব্দ।

প্রভৃতিভাবে উচ্চারিত ধ্বনি' (স্বপন, ১৯৯০: ১৯)। বাংলা স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ "আ" এর সাথে এটির ধ্বনিতাত্ত্বিক মিল আছে। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ʔ"।

"ب": 'ب (ব/b) ফার্সী বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ এবং নাম "বে" (আভারসাজী, ১৯৯৮: ৭৯)। বাংলা বর্ণমালার ৩৪তম বর্ণ "ব" এর সাথে এটির ধ্বনিতাত্ত্বিক মিল রয়েছে। 'এটি অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি' (হক, ২০১০: ৮১৭)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "b"।

"پ": এটি 'ফারসি বর্ণমালার তৃতীয় বর্ণ' (শাহেদী, ২০১৮: ১১৯)। এর নাম "পে"। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "ফে" (phe)। বাংলা বর্ণমালার ৩৩তম বর্ণ "ফ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল রয়েছে। এটি 'ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য প-এর অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭: ৮৯০)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "p"।

"ت": এটি ফারসি বর্ণমালার চতুর্থ বর্ণ। যদিও আমরা এ বর্ণটিকে "তে" বলে থাকি, তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "থে"। বাংলা বর্ণমালার ২৮তম বর্ণ "থ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর মিল রয়েছে। 'এটি অঘোষ (unvoiced), মহাপ্রাণ (aspirated), দন্ত্য (dental), স্পৃষ্ট (plosive) ধ্বনি' (হক, ২০১০: ৫৭৫)। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "t"।

"ث": ফারসি বর্ণমালার পঞ্চম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সে" (se)। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। কিন্তু এটির ধ্বনি পরিচিতির জন্য বাংলা বর্ণমালার ৪২তম বর্ণ "স" টিকে ব্যবহার করা হয়। কারণ, বাংলা "স" বর্ণটি কখনো কখনো তার নিজস্ব ধ্বনি থেকে বিচ্যুত হয়ে ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। মূলত ইংরেজি "s" বর্ণটির ধ্বনির সাথে ফারসি এ বর্ণটির ধ্বনিগত মিল রয়েছে, যে ধ্বনিটি বাংলা ভাষীদের নিকট সুপরিচিত। এটি 'দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭: ১২৬৩)। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

"ج": 'ج (জ/j) ফার্সী বর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ এবং নাম "জিম" (আভারসাজী, ১৯৯৮: ২৩৯)। কেউ কেউ এর দীর্ঘস্বরের দিকে লক্ষ করে একে বাংলায় "জীম" হিসেবেও লিখে থাকেন। বাংলা বর্ণমালার ১৯তম বর্ণ "জ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল রয়েছে। এটি 'তালু থেকে উচ্চার্য চ-এর ঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্ট ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭: ৪৯৪)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ɟ"।

"چ": এটি ফারসি বর্ণমালার সপ্তম বর্ণ। এ বর্ণটিকে আমরা "চে" নামে জানি। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "ছে"। বাংলা বর্ণমালার ১৮তম বর্ণ "ছ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির মিল রয়েছে। এটি প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি (হক, ২০১০)। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "t͡ʃ"।

"ح": ফারসি বর্ণমালার অষ্টম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "হে"। বাংলা বর্ণমালার ৪৩তম বর্ণ "হ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে মিল রয়েছে। এটি 'কণ্ঠনালী থেকে উচ্চার্য ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭ : ১৩৭৯)। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "h"।

"خ": 'ফারসি বর্ণমালার নবম বর্ণ' (শাহেদী, ২০১৮: ২৮০)। এটির নাম "xe", যা বাংলায় উচ্চারণ করা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তবে বাংলাদেশের সিলেট এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বাংলা "খ" বর্ণটিকে এটির কাছাকাছি উচ্চারণ করা হয় বিধায় ওই অঞ্চলদ্বয়ের মানুষের জন্য এ বর্ণটির উচ্চারণ আত্মস্থ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু অন্যান্য এলাকার বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণ শিখে নিতে হয়। মূলত বাংলা বর্ণমালার ১৩তম বর্ণ "খ" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ঘোষভাবে আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "χ"।

"د": এটি 'ফারসি বর্ণমালার দশম বর্ণ' (শাহেদী, ২০১৮ : ২৬৯)। এটির নাম "দা'ল্"[৩] বাংলা বর্ণমালার ২৯তম বর্ণ "দ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে মিল রয়েছে। এটি ঘোষ, অল্পপ্রাণ, দন্ত্য, স্পৃষ্ট ধ্বনি (হক, ২০১০)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "d"।

"ذ": ফারসি বর্ণমালার একাদশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "zāl"/"zaal"। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের প্রমিত উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল নেই। এক কথায়, 'চলিত বাংলায় এ ধ্বনিটি নেই' (হাই, ২০১৪: ২৭৮)। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষায়ই এ ধ্বনিটির উচ্চারণ বিদ্যমান। বাংলা বর্ণমালার ১৯তম বর্ণ "জ" এবং ৩৭তম বর্ণ "য" কে যখন ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ "z" এর ধ্বনির মতো উচ্চারণ করা হয়, তখন এটির সঠিক ধ্বনি পাওয়া যায়। এ কারণে বলা যায় যে, এ ধ্বনিটি বাংলাভাষীদের নিকট সুপরিচিত। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "z"।

---

৩. যেসব ক্ষেত্রে া' (আকারের উপর কমা) রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে া (আ-কার) দীর্ঘস্বরে অ.... এর মত উচ্চারিত হবে। (সামারে, ১৯৯৫: ১)।

"ر": ফারসি বর্ণমালার দ্বাদশতম এ বর্ণটির নাম "রে"। বাংলা বর্ণমালার ৩৮তম বর্ণ "র" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে মিল রয়েছে। এটি 'দন্তমূলীয় কম্পনজাত অল্পপ্রাণ তরল ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭: ১১৫৬)। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায়, 'ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় কম্পনজাত কম্পিত ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৪)। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ɾ"।

"ز": ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োদশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ze"। এটির প্রকৃতি পুর্বোল্লেখিত "ذ" বর্ণটির মতো। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "d͡ʒ"।

"ژ": ফারসি বর্ণমালার চতুর্দশতম সদস্য এ বর্ণটির নাম "že", যা উচ্চারণ করা বাংলায় কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির কোনো মিল নেই বিধায় বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণও শিখে নিতে হয়। তবে ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ "z" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে আরো ঘোষভাবে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এটি বাংলা "য"/"জ" এবং "ঝ"–এর মাঝামাঝি এক রকম উচ্চারণ। জার্মানরা এ উচ্চারণটি বুঝাতে "ž" চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকেন। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ʒ"।

"س": ফারসি বর্ণমালার পঞ্চদশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সীন্" (seen)। ফারসি বর্ণমালার ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা "ث" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ সমান। এটির উচ্চারণ ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো। এটি দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

"ش": ফারসি বর্ণমালার ষোড়শতম এ বর্ণটির নাম "শিন্"/"শীন্"। বাংলা বর্ণমালার ৪০তম বর্ণ "শ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে মিল রয়েছে। ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ধ্বনিব্যবস্থা ও ধ্বনির উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। যেমন: জার্মান ভাষাবিজ্ঞানীগণ এ বর্ণটির সঠিক উচ্চারণগত ধ্বনির চিহ্ন হিসেবে রোমান "š" বর্ণটিকে ব্যবহার করে থাকেন। এটি 'তালব্য অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ঘর্ষণজাত ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৪); কারো মতে, 'পশ্চাৎদন্তমূলীয় উষ্ম বা শিস ধ্বনি' (হক, ২০১০: ১০৬৫)। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ʃ"।

"ص": ফারসি বর্ণমালার সপ্তদশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সা'দ্" (sād/saad)। ফারসি বর্ণমালার ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা "ث", পঞ্চদশ অবস্থানে থাকা "س" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ একই রকম। ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো এটির উচ্চারণ। এটি দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

"ض": ফারসি বর্ণমালার অষ্টাদশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "zād"/"zaad"। এটির প্রকৃতি পূর্বোল্লেখিত "ذ" এবং "ز" বর্ণদ্বয়ের মতো। সেগুলোর মতো এ বর্ণটিরও আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "z"।

"ط": এটি ফারসি বর্ণমালার উনবিংশতম বর্ণ। এ বর্ণটির পরিচিত নাম "ত" (tā/taa)। তবে এটির প্রকৃত ধ্বনি "থ" এর মতো। বাংলা বর্ণমালার ২৮তম বর্ণ "থ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর মিল রয়েছে। ফারসি বর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ "ت" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ অভিন্ন। এটি অঘোষ, মহাপ্রাণ, দন্ত্য, স্পৃষ্ট ধ্বনি। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "t" (আফশার, ১৩৮৭)।

"ظ": ফারসি বর্ণমালার বিংশতম এ বর্ণটির নাম "zā"/"zaa"। এটির প্রকৃতিও পূর্বোল্লেখিত "ذ", "ز" এবং "ض" বর্ণত্রয়ের মতো। সেগুলোর মতো এ বর্ণটিরও ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "z"।

"ع": এটি ফারসি বর্ণমালার একবিংশতম বর্ণ। এটির নাম "এইন্"। এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালী। ফারসি বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ "ا" এবং বাংলা বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ "আ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির মিল আছে। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ʔ"।

"غ": ফারসি বর্ণমালার দ্বাবিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ğein" (গেইন্), যা বাংলায় উচ্চারণ করা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তাই বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণও আলাদাভাবে শিখতে হয়। তবে বাংলা বর্ণমালার ১৫তম বর্ণ "ঘ" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে আরো ঘোষ এবং আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ɣ"।

"ف": ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োবিংশতম এ বর্ণটির নাম "fā"/"faa" (ফা')। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর মিল নেই। তবে উচ্চারণগতভাবে ইংরেজি বর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ "f" এবং এ বর্ণটির ধ্বনি অভিন্ন। নিম্ন-ওষ্ঠের মধ্যভাগ এবং তার উপরস্থিত ঊর্ধ্ব-দন্তশীর্ষের স্পর্শে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'দন্তৌষ্ঠ্য অল্পপ্রাণ অঘোষ' (হাই, ২০১৪: ৪০) ধ্বনি। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "f"।

"ق": ফারসি বর্ণমালার চতুর্বিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ğāf"। বাংলায় এ বর্ণটির উচ্চারণ কিছুটা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তাই এ বর্ণটির উচ্চারণও বাংলাভাষীদের শিখতে হয়। তবে বাংলা বর্ণমালার ১৫তম বর্ণ "ঘ" কে তার

উচ্চারণস্থান থেকে আরো ঘোষ এবং আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ বর্ণ "غ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিগত সাযুজ্য বিদ্যমান। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ɢ" (আফশার, ১৩৮৭)।

"ک": এটি ফারসি বর্ণমালার পঞ্চবিংশতম সদস্য। এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম "কা'ফ্" (kāf/kaaf)। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "খা'ফ্"। ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে বাংলা বর্ণমালার ১৩তম বর্ণ "খ" এবং ফারসি এ বর্ণটির উচ্চারণ অভিন্ন। এটি 'জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি' (হাই, ২০১৪: ৫১)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "k" (লাযার্ড, ১৩৮৪)।

"گ": ফারসি বর্ণমালার ষড়বিংশতম এ বর্ণটির নাম "গা'ফ্" (gāf/gaaf)। বাংলা বর্ণমালার ১৪তম বর্ণ "গ" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল রয়েছে। এটি জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত, অল্পপ্রাণ ঘোষ, স্পর্শ ধ্বনি' (হক, ২০১০)। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "g" (আফশার, ১৩৮৭)।

"ل": ফারসি বর্ণমালার সপ্তবিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "লা'ম্" (lām/laam)। বাংলা বর্ণমালার ৩৯তম বর্ণ "ল" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল রয়েছে। এটি 'দন্তমূল থেকে উচ্চার্য অল্পপ্রাণ পার্শ্বিক তরল ধ্বনির দ্যোতক' (চৌধুরী, ২০১৭: ১১৯৪)। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায়, 'ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৪)। বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "l"।

"م": এটি ফারসি বর্ণমালার অষ্টাবিংশতম বর্ণ এবং এটির নাম "মিম্"/"মীম" (meem)। বাংলা বর্ণমালার ৩৬তম বর্ণ "ম" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল রয়েছে। 'এটি স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য' (হক, ২০১০: ৯৪২) ধ্বনি। এ বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "m" (আফশার, ১৩৮৭)।

"ن": ফারসি বর্ণমালার ঊনত্রিংশতম এ বর্ণটির নাম "নুন্"/"নূন্" (noon)। বাংলা বর্ণমালার ৩১তম বর্ণ "ন" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির মিল রয়েছে। 'এটি দন্তমূলীয় (alveolar), নাসিক্য (nasal) ধ্বনি' (হক, ২০১০: ৬৫৩)। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "n"।

"و": ফারসি বর্ণমালার ত্রিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "vāv"/"vaav" (ভা'ভ্)। এ বর্ণটি ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে

এর মিল নেই। তবে উচ্চারণগতভাবে ইংরেজি বর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ "v" এবং এ বর্ণটির ধ্বনি অভিন্ন। নিম্ন-ওষ্ঠের মধ্যভাগ এবং তার উপরস্থিত ঊর্ধ্ব দন্তশীর্ষের স্পর্শে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ ঘোষ' (হাই, ২০১৪: ৪০) ধ্বনি। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বর্ণটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "v"।

"ه": ফারসি বর্ণমালার একত্রিংশতম এ বর্ণটির নাম "হে"। ফারসি বর্ণমালার নবম বর্ণ "ح" এবং বাংলা বর্ণমালার ৪৩তম বর্ণ "হ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি 'কণ্ঠনালীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ঘর্ষণজাত ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৫)। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "h"।

"ی": ফারসি বর্ণমালার দ্বাত্রিংশতম এবং সর্বশেষ এ বর্ণটির নাম "ইয়ে" (ye)। এ বর্ণটিও ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বাংলা বর্ণমালার ৪৬তম বর্ণ "য়" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির মিল রয়েছে। এটির আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "j"।

উপর্যুক্ত বিবরণ অনুযায়ী যদি আমরা বাংলায় ফারসি বর্ণমালার ধ্বনিতাত্ত্বিক একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে চাই, তাহলে সেটি হবে নিম্নরূপ–

ফারসি বর্ণমালার ধ্বনিতাত্ত্বিক তালিকা

ক্রমিক নং	ফারসি বর্ণ	বর্ণের নাম	বাংলা সমধ্বনি	রোমান ধ্বনিপ্রতীক	আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীক
1	ء/ا	আলেফ্/হাম্যে	আ	a	/ʔ/
2	ب	বে	ব	b	/b/
3	پ	পে/ফে	প/ফ	p	/p/
4	ت	তে/থে	ত/থ	t	/t/
৫	ث	সে	ছ/স	s	/s/
৬	ج	জিম্/জীম্	জ	j	/ʒ/
৭	چ	চে/ছে	চ/ছ	č	/t͡ʃ/
৮	ح	হে	হ	h	/h/
৯	خ	খে/xe	খ	x	/χ/
১০	د	দা'ল্	দ	d	/d/

১১	ذ	যা'ল্	য	z	/z/
১২	ر	রে	র	r	/r/
১৩	ز	যে	জ/য	z	/d͡ʒ/
১৪	ژ	য়ে/že	সমধ্বনি নেই/ঝ	ž	/ʒ/
১৫	س	সিন্/সীন্	ছ/স	s	/s/
১৬	ش	শিন্/শীন্	শ	š	/ʃ/
১৭	ص	সা'দ্	ছ/স	s	/s/
১৮	ض	যা'দ্	জ/য	z	/z/
১৯	ط	ত/থ	ত/থ	t	/t/
২০	ظ	য	জ/য	z	/z/
২১	ع	এইন্	আ	a	/ʔ/
২২	غ	গেইন্/ğein	গ	q/ğ	/ʁ/
২৩	ف	ফা'	ফ	f	/f/
২৪	ق	গফ্/ğāf	গ	q/ğ	/ɢ/
২৫	ک	কাফ্/খাফ্	ক	k	/k/
২৬	گ	গাফ্	গ	g	/g/
২৭	ل	লা'ম্	ল	l	/l/
২৮	م	মিম্/মীম্	ম	m	/m/
২৯	ن	নুন্/নূন্	ন	n	/n/
৩০	و	ওয়াভ্	ও/উ	v/u	/v/
৩১	ه	হে	হ	h	/h/
৩২	ی	ইয়ে	য়/ই	y/i	/j/

এ আলোচনা থেকে ফারসি বর্ণমালার বর্ণসমূহের ধ্বনিসংক্রান্ত যে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়, সেগুলো হলো–

৬.১.১ ফারসি বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যা ৩২টি হলেও এর ধ্বনিসংখ্যা বর্ণসংখ্যার চেয়ে কম। কারণ এ বর্ণমালায় বেশকিছু বর্ণগুচ্ছ আছে, যেগুলোর বর্ণসংখ্যা একাধিক হলেও ধ্বনি মাত্র একটি; অর্থাৎ ফারসি বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে বেশকিছু অসমতা এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। যেমন:

ক. "ا" (আলেফ), "ء" (হামযে) এবং "ع" (এইন)–এ বর্ণগুলোর ধ্বনি মাত্র একটি; আর তা হচ্ছে "ʔ", বাংলায় "অ"।

খ. "ت" (থে/তে) এবং "ط" (থ/ত)–এদুটি সম্পূর্ণ আলাদা বর্ণ হলেও এর ধ্বনি মাত্র একটি–"t" বা "ত"/"থ"।

গ. "ث" (সে), "س" (সিন্) এবং "ص" (সা'দ্)–এ তিনটি পৃথক বর্ণের ধ্বনি হচ্ছে কেবল "s"।

ঘ. "ح" (হে) এবং "ه" (হে) বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে "h", যার বাংলা প্রতিবর্ণ হচ্ছে "হ" (খান, ২০১২)।

ঙ. "ذ" (যা'ল্), "ز" (যে), "ض" (যা'দ্) এবং "ظ" (যা')–এ চারটি বর্ণের ধ্বনি শুধু একটি–"z" (সামারে, ১৯৯৫)। যদিও আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকে "ز" বর্ণটির প্রতীকটি আলাদা (d͡z)।

সম্প্রতি ইরান সরকার পুস্তক প্রকাশ করে উচ্চারণের সাযুজ্যতার দিক বিবেচনায় উপর্যুক্ত বর্ণগুচ্ছের প্রত্যেকটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে "সমধ্বনিসম্পন্ন" বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছে (ফার্হাঙ্গেস্তান, ১৩৮৬)।

৬.১.২ বাংলা বর্ণমালার "স" বর্ণটি যুক্তবর্ণ আকারে থাকলে অধিকাংশ সময় সেটা যে ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়, ইংরেজি "s" বর্ণের ধ্বনির সাথে সেটির মিল থাকায় বাংলা ধ্বনিতত্ত্ববিদগণ সমধ্বনিসম্পন্ন বিদেশী বর্ণের জন্য "স" বর্ণটিকে ব্যবহার করার বৈধতা প্রদান করায় ফারসি বর্ণমালার সমধ্বনিসম্পন্ন তিনটি বর্ণ "ث", "س" এবং "ص" এর বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে "স" বর্ণটিকে ব্যবহার করা হয় (খান, ২০১২)। আর এটির ধ্বনির সাথে ইংরেজি "s" বর্ণের ধ্বনির পরিপূর্ণ মিল থাকায় এবং বাংলা ভাষী স্বল্পশিক্ষিতরাও এ ইংরেজি বর্ণটির সাথে পরিচিত থাকায় "s" বর্ণ দ্বারা বাংলা "স" বর্ণটির ধ্বনিগত উচ্চারণ তাদেরকে বোঝানো কষ্টকর নয়। এছাড়া বাংলাদেশের আঞ্চলিক উচ্চারণ ধ্বনির মধ্যে এটির অস্তিত্ব থাকায় মুখে উচ্চারণ করলেই এটিকে বাঙালিরা আত্মস্থ করে নিতে সক্ষম। সে কারণে অত্র প্রবন্ধে ফারসির "ث", "س" এবং "ص"-এ তিনটি বর্ণের ধ্বনির প্রতীক হিসেবে বাংলা "স" এবং ইংরেজি "s" বর্ণকে যুগপৎভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৬.১.৩ ফারসি বর্ণমালার একই ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণসমৃদ্ধ "ذ", "ز", "ض" এবং "ظ"-এ চারটি বর্ণের সমধ্বনিসম্পন্ন কোনো বর্ণ বাংলা বর্ণমালায় বিদ্যমান নেই। তাই

বাংলা "জ" কিংবা "য" বর্ণদ্বয়ের দ্বারা এগুলোর প্রতিবর্ণায়ন করলে তাতে নিঃসন্দেহে ধ্বনিবিভ্রাট তৈরি হবে। তবে বাংলাদেশের সব এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় এ ধ্বনিটির অস্তিত্ব রয়েছে। ফলে বাঙালিদের মৌখিকভাবে বুঝিয়ে দিলেই তারা ধ্বনিটিকে সঠিকভাবে উচ্চারণে সক্ষম হয়। ইংরেজি "z" বর্ণটির সাথেই কেবল এ বর্ণ-চতুষ্ঠয়ের ধ্বনিতাত্ত্বিক সাযুজ্য রয়েছে। তাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ চারটি বর্ণের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে ইংরেজি "z" বর্ণটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকে "ز" বর্ণটির সাথে অন্য বর্ণগুলোর কিছুটা পার্থক্য আছে।

৬.১.৪ অনেক বাংলাভাষীই ফারসি বর্ণমালার "ف" বর্ণটির উচ্চারণকে বাংলা "ফ" ধ্বনির সাথে মিলিয়ে ফেলে ভুল করে থাকেন। অথচ ফারসি বর্ণমালায় বাংলা "ফ" ধ্বনির সমধ্বনিসম্পন্ন বর্ণ হচ্ছে "پ", যেটি দুই ঠোঁটের মিলন ঘটিয়ে মুখগহ্বরের বায়ু তার মধ্য থেকে সজোরে বাইরে প্রক্ষেপণের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ফারসি "ف" বর্ণটির ধ্বনি নিম্ন-ওষ্ঠের মধ্যভাগ এবং সেটির উপরস্থিত ঊর্ধ্ব-দন্তশীর্ষের মিলন ঘটিয়ে মুখগহ্বরের বায়ু তার মধ্য থেকে সজোরে বাইরে প্রক্ষেপণের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়। বর্ণটির ধ্বনির সাথে ইংরেজি "f" বর্ণের ধ্বনির হুবহু মিল রয়েছে। এ বর্ণটির উচ্চারণস্থান থেকে ফারসি বর্ণমালার আরেকটি বর্ণের ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেটি হচ্ছে "و"। উভয় ঠোঁটের মিলনের মাধ্যমে উচ্চারিত বাংলা বর্ণমালার "ভ" বর্ণের ধ্বনির সাথে এটির উচ্চারণকে মিলিয়ে ফেলে অনেকে ভুল করে থাকেন। নিম্ন-ওষ্ঠের মধ্যভাগ এবং তার উপরস্থিত ঊর্ধ্ব-দন্তশীর্ষের মিলনে উচ্চারিত ইংরেজি "v" বর্ণের ধ্বনির সাথে ফারসি এ বর্ণটির ("و") ধ্বনিগত সাযুজ্য রয়েছে।

৬.১.৫ সমধ্বনিসম্পন্ন ফারসি "غ" (গেইন্) এবং "ق" (গা'ফ্) বর্ণদুটিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ সম্ভব নয়। তবে বাংলা বর্ণমালার "ঘ" বর্ণটির ধ্বনিগত উচ্চারণ এদুটি বর্ণের কিছুটা কাছাকাছি। ধ্বনিতত্ত্বগতভাবে "ঘ" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে সামান্য পিছিয়ে নিয়ে আরো ঘোষ ও মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এ বর্ণদুটির সঠিক ধ্বনি পাওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীক অনুযায়ী এ দুটি বর্ণের ধ্বনিচিহ্ন আলাদা হলেও রোমান ধ্বনিপ্রতীকে এটির রূপ একটি, আর তা হচ্ছে "q", যেটিকে ড. ইয়াদুল্লাহ সামারে "gh" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (সামারে, ১৯৯৫: ২৮,২৯)। তবে সত্যিকারভাবে, "gh" দ্বারা কিছুটা কাছাকাছি উচ্চারণ বোঝানো গেলেও "q" দ্বারা "غ" এবং "ق" এর সাঠিক ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণকে বাংলাভাষীদের বোধগম্য করে বোঝানো সম্ভব নয়; যেমনিভাবে "x" দ্বারা "خ" এর ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ বোঝানো দুরূহ কাজ।

৬.১.৬ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ধ্বনিপ্রতীকের ব্যবহারের সাথে প্রকৃত উচ্চারণ-প্রতীকের কিছুটা বৈপরীত্য অনেকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আপত্তি থাকতে পারে "p" দিয়ে "ফ"কে, "t" দিয়ে "থ"কে, "č" দিয়ে "ছ"কে এবং "k"

দিয়ে "খ"কে নির্দেশ করার বিষয়ে। প্রশ্নটি হতে পারে: 'আমরা তো "p" দিয়ে "প"কে, "t" দিয়ে "ত"কে, "č" দিয়ে "চ"কে এবং "k" দিয়ে "ক"কে বুঝিয়ে থাকি। তাহলে এ প্রবন্ধে প্রতিবর্ণায়নে কেনো সেভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হলো না?' এর জবাব হচ্ছে- অতীতকাল থেকেই আমরা ইংরেজি শিখে এসেছি বাংলা ধ্বনিতে, ইংরেজি ধ্বনিতত্ত্বে নয়। আর আমাদের অধিকাংশেরই ধ্বনিতাত্ত্বিক জ্ঞান নেই, কিংবা থাকলেও তা খুবই সামান্য। ইংরেজি যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁদের ধ্বনিগত উচ্চারণ গভীর মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁরা "p"কে "ফি", "t"কে "ঠি" এবং "k"কে "খেই" উচ্চারণ করছে। এছাড়া রোমান ধ্বনিপ্রতীক "č" কে তাঁরা "চ" উচ্চারণ না করে "ছ"-এর কাছাকাছি উচ্চারণ করে থাকে। আর সমধ্বনিসম্পন্ন বাংলা "থ" এবং ফারসি "ت" বর্ণদ্বয়ের যথাযথ প্রতিবর্ণ ইংরেজি, এমনকি আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীকেও অনুপস্থিত। কাছাকাছি উচ্চারণ বিবেচনা করে ইংরেজি "t" বর্ণটিকেই এর আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীক হিসেবে নির্ধারণ করা হয় (লাযার্ড, ১৩৮৪)। এছাড়া লক্ষ করলে দেখা যাবে, "ফ", "থ", "খ" এবং "ছ"–সবকটি বর্ণই তার নিজস্ব বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। আর আমরা প্রতিটি বর্গের দ্বিতীয় বর্ণটির চেয়ে প্রথম বর্ণটি উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে থকি, যাদের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত পার্থক্য খুবই সামান্য। উল্লিখিত ধ্বনিপ্রতীক p, t, k ও č এবং ফারসি پ, ت, ک, ও چ –এ বর্ণগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাই আমরা বাংলা "প", "ত", "ক" এবং "চ" বর্ণগুলোকেই প্রতিবর্ণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি (সরকার, ২০১২; খান, ২০১২)। এটা কেবল বাংলায়ই নয়, বরং অলিখিতভাবে হিন্দুস্তানি উচ্চারণ রীতিতেও পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু যাঁরা ফারসিকে তাঁর মানভাষীদের মতো করে উচ্চারণ করতে চান, তাঁদেরকে এ সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

এ পর্যায়ে ফারসি বর্ণ ও ধ্বনির প্রতিসাম্যতার চিত্রটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

ক্রমিক নং	**ফারসি ব্যঞ্জনবর্ণ**	আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীক	উদাহরণ	উচ্চারণ
১	ع،ء	/ʔ/	ابر	/ʔbr/
২	ب	/b/	بس	/bæs/
৩	پ	/p/	پر	/pær/
৪	ت،ط	/t/	تیز	/tiːd͡ʒ/
৫	س،ص،ث	/s/	صدا	/seˈdɒː/
৬	ج	/ɟ/	جهان	/ɟæhɒːn/

৭	چ	/t͡ʃ/	چپ	/t͡ʃæp/
৮	ه،ح	/h/	هوا	/hævɒː/
৯	خ	/χ/	خدا	/χoˈdɒː/
১০	د	/d/	دل	/del/
১১	ذ،ض،ظ	/z/	ضبط	/zæˈbt/
১২	ر	/r/	رخ	/roχ/
১৩	ز	/d͡ʒ/	زیبا	/d͡ʒiːˈbɒː/
১৪	ژ	/ʒ/	ژرف	/ʒærf/
১৫	ش	/ʃ/	شهر	/ʃæhr/
১৬	غ	/ʁ/	غرب	/ʁærb/
১৭	ف	/f/	فرش	/færʃ/
১৮	ق	/ɢ/	قلب	/ɢælb/
১৯	ک	/k/	کودک	/kuːˈdæk/
২০	گ	/g/	گرگ	/gorg/
২১	ل	/l/	لیوان	/liːˈvɒːn/
২২	م	/m/	ماه	/mɒːh/
২৩	ن	/n/	نمک	/næˈmæk/
২৪	و	/v/	وزن	/væd͡ʒn/
২৫	ی	/j/	یار	/jɒːr/

৬.২ *ফারসি স্বরচিহ্ন ও ধ্বনি:* প্রধানত ফারসি স্বরধ্বনি ৬টি। এর মধ্যে তিনটি হ্রস্য স্বরচিহ্ন (Short Vowel), যথা: যবর/ফাত্হে (ـَ), যের/কাস্রে (ـِ), পেশ/যাম্মে (ـُ) যেগুলো যথাক্রমে /æ/, /e/ এবং /o/ ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে; তবে এ চিহ্নগুলো ফারসি লেখায় দৃশ্যমান থাকে না। এমনকি এ ধ্বনিগুলো ফারসি বর্ণমালায় বিদ্যমানও নেই। তানভিনের (দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ) ব্যাপারটিও একই রকম, তবে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান থাকে। অন্য তিনটি হচ্ছে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন (Long Vowel), যথা: "ا", "و" এবং "ی"। এ তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ কখন কিভাবে স্বরচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপ–

৬.২.১ “ا” (আলেফ) কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে অবস্থান করলে স্বরচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি বেশ কয়েকটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন: কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে খালি অবস্থায় অবস্থান করলে এটি ওই বর্ণের সাথে “ɒː” বা দীর্ঘ “অ” ধবনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। এছাড়া এটির উপরে ফাত্‌হে বা যবর থাকলে “আ” (æ) নিচে ‘কাসরে’ বা যের থাকলে “এ” (e) এবং উপরে ‘যাম্মে’ বা পেশ থাকলে “ও” (o) হিসেবে উচ্চারিত হয়।

৬.২.২ “و” (ভা’ভ্) কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে অবস্থান করলে স্বরচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি ওই বর্ণের সাথে “uː” বা “উ/ঊ (ু/ূ)” ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। তবে এ অবস্থাতেও সবক্ষেত্রে “و” বর্ণের ধ্বনির সমতা অটুট থাকে না। স্বরচিহ্নের অবস্থানে থেকেও এটি আরও দুটি ধ্বনিও প্রকাশ করে: একটি “ow”/“ou” (ওও/ঔ) এবং অন্যটি উচ্চারণহীনতা বা অনুচ্চারিত থাকা (লাযার্ড, ১৩৮৪)।

৬.২.৩ “ی” (ইয়ে) কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে অবস্থান করলে স্বরচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি ওই বর্ণের সাথে “iː” বা “ই/ঈ (ি/ী)” ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত হয়। এছাড়া এটির উপরে ‘ফাত্‌হে’ বা যবর থাকলে “ইয়া” (ya) এবং ‘যাম্মে’ বা পেশ থাকলে “য়ু” (yu) হিসেবে উচ্চারিত হয়। তবে এ অবস্থাতেও সবক্ষেত্রে “ی” বর্ণটিরও ধ্বনির সমতা অক্ষুণ্ন থাকে না। এটি স্বরচিহ্ন হিসেবেই কখনো কখনো “ej” (এই) ধ্বনিও প্রকাশ করে।

উপর্যুক্ত ছয়টি এবং “و” এবং “ی”–এর একটি করে ব্যতিক্রমী ধ্বনিসহ মোট আটটি ফারসি স্বরধ্বনির উদাহরণসহ তালিকা নিম্নরূপ–

ক্রমিক নং	ফারসি স্বরচিহ্ন	নাম/উৎসবর্ণ	বাংলা সমচিহ্ন	আন্তর্জাতিক ধ্বনিপ্রতীক	উদাহরণ	উচ্চারণ
১	ـَ, ـَه	ফাত্‌হে/যবর	া	/æ/	زَن	/ d͡ʒæn/
২	ـِ, ـِه	কাস্‌রে/যের	ে	/e/	مِس	/mes/
৩	ـُ, ـُو	যাম্মে/পেশ	ো	/o/	بُز	/bod͡ʒ/
৪	ـا, آ, ی	ا	অ– (বাংলায় নেই)	/ɒː/	شاد	/ʃɒːd/
৫	ـِیـ, ـِی	ی	ি/ী	/iː/	سی	/siː/
৬	ـُو	و	ু/ূ	/uː/	گور	/guːr/

৭	ـِیْ	ی	এই (বাংলায় নেই)	/ej/	نی	/nej/
৮	ـُوْ	و	ৌ	/ow/ou/	روشن	/rouˈʃæn/

৬.৩ বানানে থাকলেও ধ্বনিতে না থাকা বর্ণ: ফারসি বর্ণমালার দুটি বর্ণ কখনো কখনো শব্দের বানানে দৃশ্যমান থাকলেও ধ্বনিতে তার অস্তিত্ব আঁচ করা যায় না। এর মধ্যে একটি হচ্ছে **"و"** (ভা'ভ্) এবং অন্যটি **"ه"** (হে)। **"و"** বর্ণটি যে কোনো বর্ণের পরে অবস্থান নিয়ে এমন আচরণ করতে পারে; তবে **"ه"** বর্ণটির এমন আচরণ কেবল এটির অবস্থান শব্দের শেষে হলেই সংঘটিত হয়। উদাহরণ নিম্নরূপ–

ক্রমিক নং	বর্ণ	অবস্থা	উদাহরণ	উচ্চারণ
১	و	উচ্চারণহীন	دو/خواب	do/χɒ:b
২	ه	উচ্চারণহীন	خانه/نه	χɒ:ne/na

৭. উপসংহার

ফারসি ভাষার ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে অসমতা লক্ষণীয়। পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় এ প্রমাদটি রয়েছে। অর্থাৎ কোনো ভাষার ধ্বনি:বর্ণ **১:১** হয় না। মানুষ যা বলে বা ভাষী যা উচ্চারণ করে, তাই সে লেখে, এটা সব সময় হয় না। লেখা এবং উচ্চারণের মধ্যে তাই একটি পার্থক্য সব সময়ই লক্ষ করা যায়। ফারসি ভাষার ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উপর্যুক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে লক্ষ করা গেছে যে, ফারসি ভাষার বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা বেশি এবং ধ্বনির সংখ্যা কম। বেশকিছু বর্ণ এমন রয়েছে, লেখার সময় আলাদা লিখতে হলেও বলার সময় যেগুলোর ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় না। আবার কখনো কখনো লক্ষ করা যায় যে, হয়ত বর্ণমালায় ধ্বনিটি নেই কিন্তু উচ্চারণে ধ্বনিটি রয়েছে; ফারসি হ্রস্য স্বরধ্বনিসমূহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। ফারসি লেখায় ব্যবহৃত তানভিনের বিষয়টিও একই রকম। কাজেই ফারসি ধ্বনি ও বর্ণের যে অসমতা, সেই বিষয়টি এ আলোচনায় উঠে এসেছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। উচ্চারণ এবং বানান–দুটি পৃথক বিষয়। বানানে থাকা সব বর্ণের ধ্বনি সব সময় উচ্চারিত হয় না। মানুষ যা মুখে উচ্চারণ করে, সেটাই ধ্বনিতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সেদিক থেকে আমরা লক্ষ করেছি ফারসি ভাষায় ধ্বনি এবং বর্ণের প্রতিসাম্যতা অন্বেষণ এবং নিরুপণ বিষয়ক আলোচনার একটি গুরুত্ব রয়েছে এবং আশা করি ভবিষ্যতে গবেষকগণ এ বিষয়টি আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

তথ্য-নির্দেশ

আফশার, গোলাম হোসেইন সাদরি ও অন্যান্য। (১৩৮৭)। *فرهنگ معاصر فارسی* (ফারহাঙ্গে মোআসেরে ফারসি)। তেহরান: কেতাবখানেইয়ে মিল্লি

আবুল কাসেমি, ডক্টর মোহসেন। (১৩৭৮)। *تاریخ مختصر زبان فارسی* (তা'রিখে মোখতাসারে যাবা'নে ফা'রসি)। তেহরান: কেতাবখানেইয়ে তোহুরি

আভারসাজী, আলী। (১৯৯৮)। *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান*। ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

আলী, জীনাত ইমতিয়াজ। (২০০১)। *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

খান, আবদুস সবুর। (২০১২)। আরবি-ফারসি হরফের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ। (সম্পা.) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যকরণ দ্বিতীয় খণ্ড*, ২৭২-২৭৭, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

খান, আবদুস সবুর। (২০১৭)। *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস*। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী

চৌধুরী, শহীদ মুনীর ও অন্যান্য। (১৯৯৬)। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

চৌধুরী, জামিল। (২০১৭)। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

ফার্হাঙ্গেস্তানে যাবান ভা আদাবে ফার্সি। (১৩৮৬)। *دستور خط فارسی* (দাস্তুরে খাত্তে ফারসি)। তেহরান: ফার্হাঙ্গেস্তানে যাবান ভা আদাবে ফার্সি

বিল্লাহ, আবু মূসা মোঃ আরিফ। (২০১১)। ফারসি। (সম্পা.); সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খণ্ড ৮)*, ঢাকা: বংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

লাযার্ড, গিলবার্ট। (১৩৮৪)। *دستور زبان فارسی معاصر* (দাস্তুরে যাবানে ফারসিয়ে মোআ'সের)। (অনু.) মেহেস্তি বাহরেইনি, তেহরান: এন্তেশারাতে হোরমোস

শাহেদী, ড. মুহাম্মদ ঈসা ও অন্যান্য। (২০১৮)। *ফারসি-বাংলা অভিধান*। ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী

সরকার, স্বরোচিষ। (২০১২)। বাংলা বর্ণের রোমান প্রতিবর্ণীকরণ; (সম্পা.) রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার, *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যকরণ দ্বিতীয় খণ্ড*, ২৬২-২৭১, ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সাত্তার, আবদুস। (১৯৮৭)। *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সামারে, ড. ইয়াদুল্লাহ। (১৯৯৫)। *آموزش زبان فارسی دورهٔ مقدماتی کتاب اول* (অমুযেশে যাবা'নে ফা'রসি দৌরেইয়ে মোগাদ্দামা'তি কেতা'বে আভ্ভাল)। (অনু.) ড. কুলসুম আবুল বাশার, ঢাকা: ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান

স্বপন, আনিসুর রহমান। (১৯৯০)। *ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ*। ঢাকা: বুকভিউ

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল ও লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন। (২০১০)। *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হাই, মুহম্মদ আবদুল। (২০১৪)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। ঢাকা: মল্লিক ব্রাদার্স

হালদার, গোপাল। (১৪০৪)। *বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা*। কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী

Billah, Dr. Abu Musa Mohammad Arif. (2014). *Influence of Persian Literature on Shah Muhammad Sagir's Yusuf Zulaikha and Alaol's Padmavati*. Dhaka: Abu Rayhan Biruni Foundation (ARBF) https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_phonology